কালের কণ্ঠ

তারিখ ...01 FEB 2015
পৃঃ - ২০ - কলাম - ৩

এসএসসি ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়

পাঁচ বিদ্যালয় এখনো টাকা ফেরত দেয়নি

- সারা দেশের তথ্য নেই বোর্ডের কাছে
- স্বীকৃতি বাতিলসহ তিন ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে বোর্ড
- আদালতের পরবর্তী আদেশ দেওয়ার দিন আজ

শরীফুল আলম সুমন ▷

এসএসসি ফরম পূরণের সময় আদায় করা অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেওয়ার সময়সীমা গত ২০ জানুয়ারি শেষ হয়েছে। আজ রবিবার আদালতের পরবর্তী আদেশ দেওয়ার কথা। ঢাকা বোর্ডের তদন্তে প্রমাণ হওয়া অতিরিক্ত অর্থ আদায়কারী ২৬ বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম দফায়ই টাকা ফেরত দিয়েছিল ছয়টি। বাকি ২০ বিদ্যালয়ের মধ্যে গতকাল শনিবার পর্যন্ত আরো ১৪ বিদ্যালয় টাকা ফেরত দিয়েছে বলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে লিখিতভাবে জানিয়েছে। একটি বিদ্যালয় পৃথক আইনজীবীর মাধ্যমে টাকা ফেরত দেওয়ার তথ্য দিয়েছে আদালতকে। বাকি পাঁচটি বিদ্যালয় বোর্ডকে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

পাঁচ বিদ্যালয় এখনো টাকা ফেরত দেয়নি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

কোনো তথ্য দেয়নি। এমনকি এর মধ্যে তিনটি একবারের জন্যও কোনো ধরনের যোগাযোগ করেনি। তবে আদালতের আদেশ সারা দেশের স্কুলগুলোর জন্য হলেও ঢাকা ছাড়া অন্যান্য বোর্ডের কাছে কোনো বিদ্যালয়েরই টাকা ফেরত দেওয়ার তথ্য নেই।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ আলাদাভাবে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা জানিয়েছে আদালতকে। তারা বোর্ডের কাছে কোনো তথ্য দেয়নি। চেম্বার জজের আদালত থেকে স্থগিতাদেশ নিয়েছে মিরপুর বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ। মিরপুরের আলিমুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, লালবাগের ওয়েস্ট অ্যান্ড হাই স্কুল ও মোহাম্মদপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গতকাল পর্যন্ত বোর্ডের কাছে কোনো তথ্য দেয়নি।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আইন উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট মো. মিজানুর রহমান গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, '৬ জানুয়ারির আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪ বিদ্যালয় টাকা ফেরত দিয়েছে বলে আমাদের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছে। একটি স্কুল চেম্বার জজের আদালত থেকে স্থগিতাদেশ নিয়েছে। ভিকারুননিসাও আলাদা আইনজীবীর মাধ্যমে টাকা ফেরতের তথ্য কোর্টকে অবহিত করেছে।'

হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্যকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিলসহ তিন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, হাইকোর্টের নির্দেশের পরও যেসব প্রতিষ্ঠান টাকা ফেরত দেয়নি তাদের আর ছাড় দেওয়া হবে না। নির্দেশ অমান্যকারী এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রথমে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী গভর্নিং বডির কমিটি বাতিল করা হবে। পর্যায়ক্রমে এসব প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল, একাডেমিক কার্যক্রম বাতিলসহ সব ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে বোর্ড। এর বাইরে বোর্ড এসব প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরকেও অনুরোধ করবে।

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'হাইকোর্টের নির্দেশ আমাদের অবশ্যই মানতে হবে। এ জন্য যারা উচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য করবে তাদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের নির্দেশনার পাশাপাশি আমাদের হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে এর সবটুকু ব্যবহার করব। এবার আর ছাড় নয়।'

ঢাকা বোর্ডের তদন্তে যেসব স্কুলের নাম আসেনি সেসবের কোনোটিই অতিরিক্ত টাকা এখনো ফেরত দেয়নি। দেশের বেশির ভাগ স্কুলই ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা নিয়েছে বলে জানা গেছে। রাজধানীর মিরপুরের দারুস সালাম এলাকায় অবস্থিত এফ এম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজও টাকা ফেরত দেয়নি। শিক্ষার্থীরা জানায়, ফরম পূরণ করতে তাদের ১০ হাজার করে টাকা দিতে হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার এসএসসি পরীক্ষার্থীরা অতিরিক্ত টাকা ফেরতের দাবিতে স্কুলে বিক্ষোভ করে। ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই দিন এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র বিতরণ বন্ধ রাখে। আর যেসব শিক্ষার্থী অতিরিক্ত টাকা ফেরত চাইবে তাদের ব্যবহারিক পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি কোনো গণমাধ্যমকেও খবর দেওয়া যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দেয় কর্তৃপক্ষ।

ওই স্কুলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নাসিমা আক্তার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের কোনো খবর আমার জানা নেই। আমরা কোনো অতিরিক্ত টাকা নেইনি। তাই টাকা ফেরত দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর হরতালের কারণে গত বৃহস্পতিবার প্রবেশপত্র দেইনি। আমরা এসএসসির ফরম পূরণে আট হাজার করে টাকা নিয়েছি। এর মধ্যে ফরম ফিলাপ, তিন মাসের বেতন, কোচিং ফিসহ অন্যান্য টাকা রয়েছে।'

জানা যায়, সারা দেশে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিতে ফরম পূরণ বাবদ শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত ফির বাইরে অতিরিক্ত অর্থ নিয়েছে, তা ২০ জানুয়ারির মধ্যে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ গত ৬ জানুয়ারি। অন্যথায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি বাতিল করা হবে। কমিটির সদস্যরা তিন বছরের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ওই দিন শিক্ষাসচিব ও ১০টি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের প্রতি ওই আদেশ জারি করতে বলা হয়। আজ পরবর্তী আদেশের জন্য দিন ধার্য রয়েছে।

টাকা ফেরত দিতে হাইকোর্টের দেওয়া ওই আদেশ স্থগিত করতে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতির আদালতে আবেদন করে মিরপুর বাঙলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ। আদালত আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাইকোর্টের আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়েছেন বলে জানান প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মো. বদরউদ্দিন হাওলাদার। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা তো কোনো অতিরিক্ত অর্থ নেইনি। সেশন চার্জ নিয়েছি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য। আমাদের বেসরকারি স্কুল। সেশন চার্জ না নিলে উন্নয়ন হবে কিভাবে? আর মাউশির নির্দেশনা অনুযায়ী তিন মাসের বেতন নিয়েছি।'

অভিযোগ রয়েছে, অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দেওয়া নিয়ে এরই মধ্যে নতুন কৌশল নিয়েছে বেশ কিছু স্কুল। অর্থ ফেরত দেওয়া হয়েছে—এই মর্মে তারা অভিভাবকদের কাছ থেকে সই নিচ্ছে। স্বাক্ষর না করলে ঝামেলা হবে বলে ভয়ভীতি দেখিয়েছে।

জানতে চাইলে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহানা আরা বলেন, 'হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী গভর্নিং বডির পরামর্শে অতিরিক্ত পুরো টাকা ফেরত দিয়েছি।' টাকা ফেরত না দিয়েও অভিভাবকদের কাছ থেকে স্বাক্ষর নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, এগুলো মিথ্যা কথা।

ঢাকা বোর্ডের তদন্তে অতিরিক্ত টাকা আদায়কারী স্কুলের মধ্যে ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজের নামও রয়েছে। অথচ ক্যামব্রিয়ান এডুকেশন গ্রুপের চেয়ারম্যান লায়ন এম কে বাশার বলেন, 'আমরা পরীক্ষার জন্য আলাদা কোনো ফি নিই না। ফলে বোর্ডের নির্দেশ আমাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।'